



UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS  
General Certificate of Education Ordinary Level

**BENGALI**

**3204/02**

Paper 2 Language Usage and Comprehension

**May/June 2009**

**1 hour 30 minutes**

Additional Materials: Answer Booklet/Paper

**READ THESE INSTRUCTIONS FIRST**

If you have been given an Answer Booklet, follow the instructions on the front cover of the Booklet.

Write your Centre number, candidate number and name on all the work you hand in.

Write in dark blue or black pen.

Do not use staples, paper clips, highlighters, glue or correction fluid.

Answer **all** questions.

At the end of the examination, fasten all your work securely together.

The number of marks is given in brackets [ ] at the end of each question or part question.



This document consists of **10** printed pages and **2** blank pages.



## Section A

## বিভাগ ক

## A1 Separation/Combination of Words

সন্ধিবিচ্ছেদ / সন্ধি

নিচে দেওয়া শব্দগুলোর সন্ধিবিচ্ছেদ কর। তোমার উত্তর প্রদত্ত উত্তরপত্রে লেখ।

- 1 সর্বোচ্চ
- 2 রাজ্যেশ্বর
- 3 অত্যন্ত
- 4 উন্নতি
- 5 নিরাকার

## A2 Idioms, Proverbs and Words in Pairs

[10]

বাগধারা, প্রবচন, জোড়া শব্দ

নিচের বাক্যগুলোতে একটি করে শূন্যস্থান দেওয়া আছে। শূন্যস্থানগুলো পূরণের জন্য নিচে দেওয়া উপযুক্ত বাগধারা, প্রবচন/জোড়া শব্দটি বেছে উত্তরপত্রে লেখ।

- 6 মজিদ সাহেব \_\_\_\_\_, উনার সঙ্গে চালাকি করে তুমি পারবে না।
- 7 কলেজ জীবন থেকে দুজনের এত বন্ধুত্ব অথচ টাকাপয়সা নিয়ে এখন তাদের মধ্যে \_\_\_\_\_ সম্পর্ক।
- 8 অসৎ উপায়ে ব্যবসা করে মুন্সালিব সাহেব এখন \_\_\_\_\_ বনে গেছেন।
- 9 নিতান্ত বিপাকে পড়ে তোমার দ্বারস্থ হয়েছি বলে আমাকে এভাবে ফিরিয়ে দিলে, মনে রেখো \_\_\_\_\_।
- 10 এমনিতে সংসারের খরচ চলে না তার উপর আবার ভাইয়ের ছেলে এসে চেপেছে, \_\_\_\_\_ আর কাকে বলে!

- |                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| (1) যত দোষ নন্দঘোষ        | (6) মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা |
| (2) মাথা খাওয়া           | (7) হাল ধরা              |
| (3) কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা | (8) অগাধ জলের মাছ        |
| (4) সাপে নেউলে            | (9) টাকার কুমির          |
| (5) বোকার ফসল পোকায় খায় | (10) এক মাঘে শীত যায় না |

## A3 Sentence Transformation

বাক্য রূপান্তর

নিচের প্রত্যেকটি অসম্পূর্ণ বাক্যকে উপযুক্ত শব্দের সাহায্যে পূরণ করে তোমার উত্তরপত্রে এমনভাবে লেখ যেন উপরের বাক্যটির অর্থ বদলে না যায়।

- 11 দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও তার মন ছোট নয়।  
সে দরিদ্র \_\_\_\_\_।
- 12 শরীরের যত্ন না নিলে নানাবিধ অসুখ হয়।  
অসুখ থেকে \_\_\_\_\_।
- 13 বাবা বললেন, “তোমাকে আগামী কাল খুব ভোরে উঠতে হবে”।  
বাবা \_\_\_\_\_।
- 14 গল্প-গুজবে সময় নষ্ট করার ফলে সাইফ গাড়ি ধরতে পারে নি।  
সাইফ গাড়ি \_\_\_\_\_।
- 15 স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য প্রয়োজন সত্যনিষ্ঠা ও ন্যায়পরায়ণতা।  
\_\_\_\_\_ যায় না।

## A4 Cloze Passage

ক্লোজ পরিচ্ছেদ

এই অনুচ্ছেদটিতে শূন্যস্থানগুলো পূরণের জন্য নিচে কতগুলো শব্দ দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকটি শূন্যস্থান পূরণের জন্য এর মধ্য থেকে উপযুক্ত শব্দটি বেছে উত্তরপত্রে লেখ।

যান্ত্রিক সভ্যতার প্রসারের সাথে সাথে মানুষের জীবনে কর্মচাঞ্চল্য বেড়ে গেছে। ব্যস্ততার \_\_\_\_\_ 16

সবার আনন্দমুখর \_\_\_\_\_ 17 ভেসে যাচ্ছে। জীবনযুদ্ধে জেতার জন্য সবকিছু \_\_\_\_\_ 18 দিয়ে

উন্মাদের মত ছুটে চলেছে মানুষ। এখানে \_\_\_\_\_ 19 কোনো স্থান নেই। কিন্তু মানব জীবনে

অবকাশের গুরুত্ব অপরিসীম। অবকাশই মানুষকে তার \_\_\_\_\_ 20 থেকে নিয়ে যায় এক

\_\_\_\_\_ 21 রমণীয় পরিবেশে। জীবন হয়ে ওঠে পরিপূর্ণ এবং সার্থক। \_\_\_\_\_ 22 কাজের চাপে

জীবন যখন অতিষ্ঠ তখন অবকাশ নিয়ে আসে মুক্তির \_\_\_\_\_ 23। একটানা কাজের মধ্যে

মানুষ হাঁপিয়ে ওঠে, কর্মের গতি হয় \_\_\_\_\_ 24। রাত না থাকলে যেমন মানুষের কাছে দিনের

আলোর কোনো \_\_\_\_\_ 25 থাকত না তেমনি অবকাশ ছাড়া কাজের প্রতি মানুষের অনীহা এসে

যেত। অবকাশই মানুষের মধ্যে নতুন কর্মপ্রেরণার সঞ্চার করে, সৃষ্টি করে বিপুল উদ্দীপনা।

- (1) বৈচিত্র্যময়
- (2) আগ্রহ
- (3) মুহূর্তগুলো
- (4) বন্ধন
- (5) একঘেয়েমি

- (6) বিসর্জন
- (7) অশান্তি
- (8) আনন্দ
- (9) বিরতির
- (10) দৈনন্দিন

- (11) বন্যায়
- (12) অসম্ভব
- (13) মর্যাদা
- (14) অস্বীকার
- (15) শ্লথ

**TURN OVER FOR SECTION B**

## Section B

## বিভাগ খ

অনুচ্ছেদটি ভালভাবে পড়ে নিচে দেওয়া প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

## ঢাকা শহরের ডাব

আহসান সাহেব এলিফ্যান্ট রোড ধরে হেঁটে হাতিরপুলের দিকে যাচ্ছিলেন। মার্চ মাসের প্রচণ্ড গরমে তাঁর গলা বার বার শুকিয়ে যাচ্ছিল। তাই তিনি একটা কনফেকশনারী দোকানের দিকে হাঁটতে লাগলেন ঠান্ডা পানীয় কেনার জন্য। কিন্তু তার আগেই তাঁর নজরে পড়ল ফুটপাথে বসা এক ডাব বিক্রেতা। তিনি ভাবলেন কৃত্রিম রাসায়নিক পদার্থে তৈরী ঠান্ডা পানীয়ের চেয়ে প্রাকৃতিক এবং বিশুদ্ধ ডাবের জল স্বাস্থ্যের জন্য অনেক উপকারী।

মার্চ মাসের প্রথম থেকে ঢাকায় তাপদাহ শুরু হয়েছে এবং এটা হয়ত আরও মাস পাঁচেক চলবে। যদিও বর্ষাকাল শুরু হতে যাচ্ছে খুব শীঘ্রই কিন্তু মার্চ মাস থেকেই ডাবের জলের চাহিদা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। প্রাকৃতিক এবং ভেজালমুক্ত পানীয় হওয়ায় এর গ্রহণযোগ্যতা সার্বজনীন। তাই শহরের অলিগলি থেকে শুরু করে আবাসিক ও বাণিজ্যিক এলাকার রাজপথের পাশে- সর্বত্রই ডাব বিক্রেতারা গিজগিজ করছে। শুধু তাই নয় রিকশা ভ্যানের উপর ডাবের পসরা নিয়ে এরা লোকের ঘরে ঘরে যাচ্ছে বিক্রির জন্য। ধারণা করা হয় ঢাকায় খুচরো ডাব বিক্রি করে হাজার দুয়েক লোক জীবিকা নির্বাহ করে। এলিফ্যান্ট রোডের এক ডাব বিক্রেতা জানায়, প্রতিদিন সে ১৫০ থেকে ২০০টি ডাব বিক্রি করে। তবে শহরের ব্যস্ততম এলাকাগুলোতে বিক্রির পরিমাণ আরও বেশি এবং বিক্রেতাদের লাভের হার শতকরা ৩৫-৪০ ভাগ।

বেশির ভাগ খুচরো বিক্রেতা কারওয়ান বাজার বা সদরঘাট থেকে পাইকারি দরে ডাব কিনে আনে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ট্রাকে করে ডাব কারওয়ান বাজারে আসে। এছাড়াও দেশের দক্ষিণাঞ্চলের ডাব নৌকাযোগে নামে সদরঘাটে। তাই সদরঘাট এবং কারওয়ান বাজারই হচ্ছে শহরে ডাব বিক্রির প্রধান আড়ত। যদিও কারওয়ান বাজারের তুলনায় সদরঘাটের আড়তে ডাবের দাম কম কিন্তু পরিবহন খরচ বেশি হওয়ায় খুচরো বিক্রেতারা কারওয়ান বাজারে বেশি যায়। খুচরো বিক্রেতা ছাড়াও কোনো কোনো পরিবার ও প্রতিষ্ঠান একসাথে অনেক ডাব কিনতে হলে কারওয়ান বাজারে যায়। বিভিন্ন জেলা থেকে আসা ডাব উৎপাদনকারীরা প্রথমে পাইকারদের আড়তে ডাব ওঠায় এবং আড়তদারেরা একটা কমিশন রেখে তা বিক্রি করে দেয়।

তবে মজার ব্যাপার হল, ঢাকার বাজারে যেসব কচি ডাব দেখতে পাওয়া যায় তার উৎস শহরের ভিতরকার নারকেল গাছ। হালে ফ্ল্যাট বানানোর হিড়িকে বড় বড় বাড়িগুলোর বাগান নষ্ট হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও জায়গা কম লাগার কারণে রাজধানীতে এখনও অনেক নারকেল গাছ দেখা যায়। প্রতিনিয়ত ডাবের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় গাছগুলো এখন অর্থকরী হয়ে উঠেছে। শহরের পরিবেশ দূষণমুক্ত করা ছাড়াও নারকেল গাছ অনেক গৃহস্থালির জন্য আয়ের একটা বড় উৎস।

## B5 MCQ Comprehension

বোধজ্ঞানের বহুবিকল্প প্রশ্ন

প্রত্যেক প্রশ্নের চারটি করে উত্তর দেওয়া আছে। সঠিক উত্তরের সংখ্যাটি বেছে উত্তরপত্রে লেখ।

- 26 আহসান সাহেব কচি ডাব কেনার সিদ্ধান্ত কেন নিলেন?
- (1) হাতিরপুলের দিকে যাওয়ার পথে ডাবের দোকান চোখে পড়েছিল বলে।
  - (2) কনফেকশনারী দোকানে কোনো ঠান্ডা পানীয় তাঁর চোখে পড়ে নি বলে।
  - (3) উনি ভেবেছিলেন কনফেকশনারী দোকানের ঠান্ডা পানীয় স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকর।
  - (4) তৃষ্ণা নিবারণের একমাত্র উপায় হল কচি ডাবের জল।
- 27 এই অনুচ্ছেদে ঢাকা শহরে কচি ডাবের চাহিদা সম্পর্কে কী বলা হয়েছে?
- (1) মার্চ মাস থেকে কচি ডাবের চাহিদা ক্রমশ বাড়তে থাকে।
  - (2) মার্চ মাসে কচি ডাবের চাহিদা সবচেয়ে বেশি।
  - (3) শুধুমাত্র গ্রীষ্মের শুরুতেই ডাবের চাহিদা থাকে।
  - (4) বর্ষাকালের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ডাবের চাহিদা সবচেয়ে বেশি।
- 28 “ডাবের জলের চাহিদা সার্বজনীন” একথা বলতে বুঝায়
- (1) শহরে সর্বত্রই ডাবের পসরা দেখা যায়।
  - (2) বিক্রেতারা ঘরে ঘরে গিয়ে ডাব বিক্রি করে।
  - (3) এ ব্যবসার উপর শহরের দু’হাজার বিক্রেতার জীবিকা নির্ভর করে।
  - (4) সমাজের সব শ্রেণীর লোকজনের কাছে ডাবের জল প্রিয়।
- 29 শহরের ব্যস্ততম এলাকায় ডাব ব্যবসায়ীরা
- (1) প্রতিদিন দেড়শ’ থেকে দুশ’ ডাব বিক্রি করে।
  - (2) দুশ’টির উপর ডাব বিক্রি করে।
  - (3) তুলনামূলকভাবে শতকরা ৩৫-৪০ ভাগ বেশি ডাব বিক্রি করে।
  - (4) প্রায় সবাই এলিফ্যান্ট রোডে ব্যবসা করে।

30 কারওয়ান বাজারে ডাব আসে

- (1) দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে।
- (2) দেশের দক্ষিণাঞ্চল থেকে।
- (3) সদরঘাটের নৌকা থেকে।
- (4) ঢাকা শহরের নারকেল গাছ থেকে।

31 খুচরো বিক্রেতারা কারওয়ান বাজারের আড়ত থেকে বেশি ডাব কেনে, কারণ

- (1) এখানে সম্ভায় কচি ডাব পাওয়া যায়।
- (2) পরিবার এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কাছে এরা সরাসরি ডাব বিক্রি করতে পারে।
- (3) সদরঘাট থেকে ডাব আনতে হলে লঞ্চ বা নৌকায় অনেক দূরে যেতে হয়।
- (4) সদরঘাট থেকে ডাব আনতে পরিবহন খরচ অনেক বেশি লাগে।

32 অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নিচের কোনটি সত্য নয়?

- (1) ঢাকা শহরে যেসব ডাব বিক্রি হয় তার সবগুলো ঢাকার বাইরে থেকে আসে না।
- (2) বহুতল বাড়ি তৈরির উদ্দেশ্যে বড় বড় বাগানসহ বাড়িগুলো ভেঙ্গে ফেলায় ঢাকায় নারকেল গাছ লাগানোর মতো পর্যাপ্ত জায়গা নেই।
- (3) দাম বেড়ে যাওয়ায় স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত ডাব অর্থ উপার্জনের ভালো উপায় হয়েছে।
- (4) ডাব প্রাকৃতিক পণ্য এবং সহজেই স্থানীয়ভাবে উৎপাদন করা যায়।



TURN OVER FOR SECTION C

ব্রিটেনের অনেক ছেলেমেয়ের মতো সাইমনও ভাবছিল এ লেভেল পাশ করার পর সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি না হয়ে এক বছর লেখাপড়া পিছিয়ে দেবে কিনা। এতে তাদের লেখাপড়ার মাঝে বিঘ্ন ঘটে বটে কিন্তু ঐ সময়টাতে কাজ করে ওরা কিছু পয়সা জমিয়ে নিতে পারে। অনেকে সেই সঞ্চিত পয়সা ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচের জন্য ব্যবহার করে অথবা ওটা দিয়ে কিছুদিনের জন্য বিদেশে ঘুরে আসে।

সাইমন কিছুদিনের জন্য বিদেশে ঘুরে আসার সিদ্ধান্ত নিলেও কোন দেশে যাবে সেটা নিয়ে সে বেশ চিন্তায় পড়ল। থাইল্যান্ডের প্রতি ওর ভীষণ আগ্রহ - সেদেশের খাবার-দাবার, লোকের ব্যবহার, অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য তাকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করে। বার বার যেতে মন চায় কিন্তু ওর মা বাবার সঙ্গে সে দুবার থাইল্যান্ডে গেছে এবং সেখানকার দর্শনীয় স্থানগুলোও মোটামুটি দেখে ফেলেছে। তাই অনেক ভেবেচিন্তে সে ভারত ভ্রমণের পরিকল্পনাটাই পাকাপাকি করল।

পরীক্ষার ফল বের হওয়ার পরপরই ভারত যাওয়ার ইচ্ছা থাকলেও তার পক্ষে সেটা সম্ভব হয় নি। ভারতে যাওয়ার ভাড়া ও থাকা খাওয়ার খরচের জন্য বেশকিছু পয়সা দরকার। সেপ্টেম্বর থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত এই সময়টাতে ব্রিটেনে কাজ পাওয়া সহজ। তাই চার মাসের জন্য সে একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে কাজ নিল। তাছাড়া জানুয়ারির শেষের দিকে প্লেনের ভাড়াও কমে যায় এবং আবহাওয়াও বেশ ভালো থাকে। তাই ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে সে এয়ার ইন্ডিয়া'র এক ফ্লাইট নিয়ে মুম্বাই পৌঁছাল।

অদ্ভুত এক শহর মুম্বাই। ভারতের রাজধানী না হওয়া সত্ত্বেও এটা ভারতের সবচেয়ে বড় শহর এবং দেশের সব অঞ্চলের লোক এখানে ভীড় করে। বিশাল এই শহরটি সবকিছুর এক বিচিত্র মিশ্রণ। ব্রিটিশ আমলে তৈরী রাজকীয় ভবনগুলোর পাশে গড়ে উঠেছে অনেক আকাশচুম্বী আধুনিক অট্টালিকা। তার চেয়েও বিসদৃশ হচ্ছে এগুলোরই পাশে গড়ে ওঠা হাজারো বস্তি।

কিন্তু সাইমনের কাছে মুম্বাইয়ের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ বলিউড। তার বন্ধু রোহানের বাড়িতে সে অনেক হিন্দি সিনেমা দেখেছে। সে নিজেও মাঝে মাঝে হিন্দি সিনেমার ডিভিডি কিনেছে। এখনও তার প্রিয় অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন। হিন্দি সিনেমার গানের তো কথাই নেই। কিশোর কুমার, লতা মুগ্গেশকরের ডজনখানেক গান সে রপ্ত করেছে। তাই প্রথম দিনই সে ছুটল মুম্বাই এর স্টুডিও পাড়ার দিকে। কম খরচে শহরটা ঘুরে দেখার জন্য সে ট্যাক্সি না নিয়ে একটা বাসে চাপল। কিন্তু আর কে স্টুডিওর গেটে এসে তার সমস্ত খুশির বেলুনটা হঠাৎ চুপসে গেল। পকেটে হাত দিয়ে দেখে তার টাকার ব্যাগটা পকেটমার হয়ে গেছে।

দুগালে হাত রেখে সে স্টুডিওর পাশে ফুটপাথে বসে ছিল। চোখ দুটো জলে টলমল একজন বিদেশিকে এভাবে বসে থাকতে দেখে একটা লোক তার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল কোনো সমস্যা হয়েছে কিনা। তার মনঃকষ্টের কথা জেনে লোকটা সাহুনা দিয়ে বলল, “চিন্তা করো না, শ্যুটিং -এর জন্য এখানে প্রায়ই বিদেশি লোক দরকার হয়। তুমি কিছু একটা অবশ্যই জোটাতে পারবে। তবে সমস্যা হল, তোমাকে হয়ত সারাদিন এখানে কাটাতে হবে”। সেটা কোনো সমস্যা নয় - এই মুহূর্তে কিছু পয়সা উপার্জন করাই তার একমাত্র চিন্তা। স্টুডিওর গেটে কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলার পর ভাগ্যক্রমে সে একটি কাজ পেয়ে গেল। যাই হোক, তার যাতায়াত ও আনুষঙ্গিক খরচের একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

## C6 OE Comprehension

[36]

বোধজ্ঞানের মুক্ত প্রশ্ন

এখন যথাসম্ভব তোমার নিজের ভাষায় নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

- 33 ব্রিটেনের অনেক ছাত্রছাত্রী এ লেভেল পাশ করার পর কী করে এবং কেন?
- 34 সাইমন কী কারণে থাইল্যান্ড বেশি পছন্দ করে? শেষ পর্যন্ত কেন সে ভারতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল?
- 35 সাইমন কখন ভারতে গেল এবং বিশেষ করে ঐ সময়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত কেন নিল- তিনটি কারণ দেখাও।
- 36 “অদ্ভুত এক শহর মুম্বাই” কেন বলা হয়েছে? লেখকের এই উক্তির সপক্ষে চারটি বিষয় উল্লেখ কর।
- 37 সাইমন যে হিন্দি সিনেমার ভক্ত সেটা বোঝাবার জন্য চারটি বিষয় লেখ।
- 38 বলিউডে যাওয়ার পর সাইমন কী সমস্যায় পড়ল এবং এর সমাধান কীভাবে হল?

## C7 Vocabulary

শব্দার্থ

উপরের অনুচ্ছেদ থেকে নেওয়া নিচের শব্দগুলোর অর্থ লেখ।

39 বিঘ্ন

40 মুগ্ধ

41 অভ্যুত

42 রপ্ত

43 সমস্যা

---

Copyright Acknowledgements:

Section B © Green Coconuts of Dhaka (adapted); Dhaka; April 2008.  
<http://www.ittefaq.com>

Permission to reproduce items where third-party owned material protected by copyright is included has been sought and cleared where possible. Every reasonable effort has been made by the publisher (UCLES) to trace copyright holders, but if any items requiring clearance have unwittingly been included, the publisher will be pleased to make amends at the earliest possible opportunity.

University of Cambridge International Examinations is part of the Cambridge Assessment Group. Cambridge Assessment is the brand name of University of